

## পর্দা

### • আল কুরআন

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ •

১. (হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা নূর-২৪: ৩০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ  
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ •

২. হে এসব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে। (সূরা নূর-২৪: ২৭)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ •

৩. যখন তোমাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী। (সূরা নূর-২৪: ৫৯)

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ •

৪. আর যারা (সফল মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মুমিনুন-২৩: ৫)

يُنَبِّئُ آدَمَ قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكَمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ  
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ •

৫. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাজিল করেছি, যাতে

তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফযত ও সাজ-সজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভালো। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে। (সূরা আ'রাফ-০৭: ২৬) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকার-২২১. সূরা নিসা-২৩, ২৫, সূরা ম'মিনুন-৫, সূরা নূর- ১৯, ৩১, ৫৮, ৬০. সূরা আহযাব-৩২-৩৩, ৫৩, ৫৯,

## • হাদিস

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ إِصْرِفْ بَصْرَكَ. (أَبُو دَاوُدَ: بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ)

১. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ <sup>রাযিয়ার্হু তাহা আনহু</sup> থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> কে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কী করতে হবে? তিনি আমাকে বললেন (কাল বিলম্ব না করেই) তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। (আবু দাউদ: বাবু মা ইউমারু বিহি মিন গাচ্ছিল বাছার, ১৮৩৬)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتْبِعِ النَّظَرَ النَّظَرَ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (أَحْمَدُ: مُسْنَدُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

২. হযরত আলী <sup>রাযিয়ার্হু তাহা আনহু</sup> হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> আমাকে বললেন, (অপরিত্ত নারীর প্রতি) একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, পরবর্তী দৃষ্টি তোমার নয়। (মুসনাদে আহমাদ: মুসনাদে আলী (রা), ১২৯৮)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرِفَهَا الشَّيْطَانُ. (ترمذی: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمَغِيبَاتِ)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ <sup>রাযিয়ার্হু তাহা আনহু</sup> থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ <sup>সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম</sup> বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্ত্র। যখন সে (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে তখন শয়তান তাকে সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আফি কারাহিয়াতিদ দুখুলি আলাল মুগিবাতি, ১০৯৩)